সূচীপত্র

তপতী-কে

মৃণাল বসু চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ

মগ্ন বেলাভূমি

এখানেই

থামো

এখানেই ছোট হবে নদী

জেগে উঠবে বালুচর রাজ্যপাট গীর্জা ও মন্দির

এখানেই

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ম্লান ঘণ্টাধ্বনি

হরিণ শিশুর কাছে বিপন্ন ময়ূর

হারানো পাখির হাড়

ঘোরানো সিঁড়ির মতো সমস্ত কিছুই

উঠে আসবে একে একে

থামো

এখানেই ছোট হবে নদী

আজ কাল কিম্বা কোনদিন

এখানেই

কেবল আমিই জানি

কেবল আমিই বুঝি কোনখানে লুকোনো পেরেক
ক্ষতচিহ্ন রেখে যায় জুতোর ভেতরে

তুমি খুব কাছাকাছি
তবু যেন সঠিক বোঝ না।

কোন মেঘে জল হয়
কোন মেঘ কেটে যায় হালকা বাতাসে

কেবল আমিই জানি
কত জোর হাওয়া এলে
ছিঁড়ে যাবে পাল

দরোজা খুললেই

দরোজা খুললেই অশ্বক্ষুরের শব্দ মিলিয়ে যায়
নীল উষ্ণীষ থেকে সাদা পালক ঝরে পড়ে
প্রতিরোধহীন অন্ধকারে চতুর্দিকে
নিশ্চিহ্ন ঘাসের ওপর প্রতিধ্বনি··

দরোজা খুললেই সব কোলাহল থেমে যায়
আত্মসমর্পণের ছায়া কেঁপে ওঠে
উৎসুক বুকের মধ্যে বন্ধ দরোজায় যতো
পদপাত অশ্বক্ষুরধ্বনি

দরোজা খুললেই সব মিলিয়ে যায়

বাতায়ন

অলক্ষ্যে কখন যেন রোদ বৃষ্টি ঝড়ে
আমার প্রার্থিত ঘর ভেসে যায়
আমি কোন দিন সেই বাতায়ন থেকে
কোন দৃশ্য দেখতে পাই নি
কোনদিন বাতায়ন খুলে চীৎকারে ডাকতে
পারি নি কোন নাম

মাঝে মাঝে আকস্মিক নিতান্ত খেয়ালে বাতায়ন
খুলে যায়
রোদ আসে   বৃষ্টি ঝড়ে আন্দোলিত হয় ঘরখানি
তবু কোনদিন

বন্ধ বাতায়ন | আমি

নিজহাতে খুলতে পারি নি কোনদিন আপন ইচ্ছায়

তোমাকে চিনি না

তোমাকে চিনি না
তাকেও দেখি নি কোন দিন
অথচ আপাত ব্যর্থ সম্মোহনে তার ব্যবহার
তোমার কাছেই ঠেলে দেয়
এবং যখন বিরক্তির শব্দে তুমি মুখ ঢাকো
ফিরে যাই তার কাছে ইতস্তত শূন্যপথ দিয়ে
এই দীর্ঘ যাওয়া আসা
অন্তরালে রহস্যের তোমাকে ও তাকে
খুঁজে খুঁজে সন্ধ্যেবেলা নিপুণ উদ্দেশে
দিকচিহ্নহীন প্রাণপাতে জেনে গেছি
তোমাদের মুখোমুখি পাবো না কখনো
যদি তুমি সম্মুখে দাঁড়াও
তার মুখ নির্লিপ্ত পশ্চাতে
আমি তার মুখোমুখি তুমি কোন অদৃশ্য আড়াল থেকে
শোণিত প্রবাহে আমাকে চীৎকার করে ডাকো
লোক্যাল ট্রেণের মতো যাতায়াতে আমি শুধু
দূরতীর্থে তোমাকে ও তাকে

সর্বশেষ অভিমানে

সর্বশেষ অভিমানে নিবিড আড়ালে যাওয়া ভালো

প্রতিদিন সকাল বিকেল নিপুণ সুঠাম ভাবে
শব্দ নিয়ে সুখ নিয়ে দুঃখ নিয়ে পাহাড় সাজানো
প্রতিদিন প্রাণপণ ভালোবাসা এঁকে রাখা দেয়ালে দেয়ালে
ভয় পাছে ভুলে যাই উড়ন্ত সারস
বিশাল সমুদ্রতীর ধু ধু বালি নগ্ন অধিকার
ভুলে যাই প্রবণতা শরীরের নির্ভুল খেয়াল
প্রাত্যহিক অভ্যাসের নামে
ভালোবাসা ভালোবাসা বলে
অনন্ত সময় শুধু সশঙ্কিত পায়রা ওড়ানো

তার চেয়ে সর্বশেষ অভিমানে নিবিড় আড়ালে যাওয়া
ঢের বেশী ভালো

ঘরময় পদচিহ্ন

সমস্ত বাড়িটা যেন কারা এসে তছনছ করে চলে গেছে
আমার সম্পন্ন ঘর টেবিলে রজনীগন্ধা দেয়াল সাজানো ছবি
আলমারি কবিতার বই উত্তর জানলা আর যতো সব
সঙ্গোপন আসবাব যতো গোপনতা সব ভেঙে চুরে
কারা যেন চলে গেছে

ঘ র ম য় প দ চি হ্ন

তবু আমি বুঝতে পারি নি কে আমার গোপনতা
চুরি করে নির্জনতা চুরি করে
দেয়ালে একটি কথা লিখে গেছে ছবিটির পাশে

আ
লো
ড়
ন

অন্ধকারে স্পষ্ট তীব্রতায় কারা কারা কারা

উপসর্গ

মেঘ জমলেই বৃষ্টি চারাগাছ ভিজেমাটি
সোঁদা গন্ধ জেঁাক উপসর্গ খোঁজা হলে
এমন অনেক
তারপর কড়া রোদ ফাটা জমি
শুকনো পুকুর আম জাম ঘাম বা ঘামাচি
অথবা কখনো কাশফুল ভাসা মেঘ ইত্যাদি ইত্যাদি
বিভিন্ন প্রকারে বলা যায় এখন অমুক

এরকম যদি কিছু তোমায় চেনাতো

• সকলেই বলেছিল

সকলেই বলেছিল আসবে সকলেই অপরাহ্নে ট্রেন ছেড়ে গেলে
ঘরের বাইরে সকলেই কলরবে নাটকের দৃশ্যান্তরে অন্তহীন
সমুদ্রের জ্যোৎস্নায় জোয়ারে সকলেই সকলেই আর্ত
হাওয়ার মতো কেঁপে উঠে নিমন্ত্রণে আসবাব টেবিল
চেয়ার রজনীগন্ধায় সজ্জিত দরোজায় ঘরে সকলেই
বালুতটে উদ্দাম ঢেউয়ের মতো দ্রুত ঝড়ে সকলেই
গোপন গুহায় উৎসবে সকলেই নৃত্যগীত সমারোহে
বল্‌গাহীন বৈশাখের মতো সকলেই ঝরাদিন চৈত্রের
আয়ু ফুরোলেই কঠিন পাহারা ভেঙে সকলেই বলেছিল
সকলেই আসবে বলেছিল আসবে সকলেই বলেছিল

নাচ

মুখগুলো সব নাচছিল
হাসছিল কি নাচছিল
নাচছিল কি কাঁদছিল
মুখগুলো সব চোখগুলো সব
হাসছিল না নাচছিল না কাঁদছিল

অন্ধকার এ বনভূমির
দূরে কোথায় ঘণ্টাধ্বনি
প্রার্থনা কি উল্লাস
না দুঃখে তারা নাচছিল

হঠাৎ তারা হঠাৎ নাকি
আজন্ম কাল এমনি করেই
শরীর কিম্বা মুখোশ নাকি রক্ত
এমন নাচছিল

নিবিড় বৃষ্টির মধ্যে

সে সময় বৃষ্টি হ'লে
তুমি ঠিক কোনদিকে যাবে
এই সব ভাবতে ভাবতে
জানি আর যাওয়াই হবে না
অঝোর বৃষ্টির মধ্যে একা একা
ওড়াবে আঁচল

হঠাৎ তোমার খোঁজে যদি কেউ এসে ফিরে যায়
গ্রাম থেকে কিছুদূরে
ভাদ্রের নদীর কাছে
তোমাদের পুরনো শপথ
যদি কারো মনে পড়ে
শীতের অরণ্য পথে কাঠের টুকরো হাতে
আগ্নেয়গিরির খোঁজে যদি কেউ...

এ সমস্ত ভাবতে ভাবতে
জানি তুমি কোথাও যাবে না
নিবিড় বৃষ্টির মধ্যে একা একা
ওড়াবে আঁচল

গতিপথ

গাছের ডাল ভেঙে ঝড়ের গতিপথ
হঠাৎ দক্ষিণে যেখানে ছেলেগুলো
খড়ের ছাউনিতে আকাশ ঢেকেছিল
কিম্বা কিছুদূরে ঘূর্ণি ঘুরপাকে
সটান্ উত্তরে যেখানে পাথরের
বিরাট মূর্তিটা পুরনো রূপকথা
গাছের ডাল ভেঙে টিনের চাল নিয়ে
দমকা ধুলোবালি
কোথায় কোনদিকে ঝড়ের গতিপথ
পুব না পশ্চিমে
হঠাৎ মুখোমুখি

আমি

তুমি বললে আলো

সে বললে সময়

তারা বলল পথ

ওরা বলল ঢেউ

আমি যে কি বলেছিলাম মনে পড়ে না

কেউ আনলে চিহ্ন

কেউ আনলে গন্ধ

কেউ আনল বৃষ্টি

কেউ আনল···

আমি যে কি এনেছিলাম মনে পড়ে না

তুমি চাইলে শেষ

তারা চাইল সুরু

তুমি খুঁজলে বৃত্ত

তারা খুঁজল···

আমি যে কি খুঁজেছিলাম মনে পড়ে না

তার মুখ

গোলাপী ওড়নার নীচে স্তনের ওপর ক্রুশ চিহ্নে

বিচ্ছুরিত আলোয় আলোয় তার মুখ

অথচ কেউ ডাকলেই তোমায় মনে পড়ে

কাউকে মনে পড়লেই তোমায় ডাকতে যাই

তোমায় ডাকতে গিয়ে তোমায় মনে পড়লে

পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের জানলা খুলে রাখি

খোলা বারান্দায় দেয়ালে উঠোনে ব্যক্তিগত যা কিছু

ঘনিষ্ঠ জ্যোৎস্নায় স্থির অস্ফুট হাওয়ার শব্দ শুনে

তোমায় খুঁজতে আমি

পর্বত অরণ্য সমুদ্র জনপদে

উত্তর পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিমে চলে যাই

ঘরের চৌকাঠে হলুদ রঙ জমা হয়

তোমায় খুঁজতে খুঁজতে সমুদ্র অস্ফুট হ'লে

অরণ্য অস্পষ্ট হ'লে

গোলাপী ওড়নার নীচে স্তনের ওপর ক্রুশচিহ্নে

তার মুখ আলো অন্ধকার

বসন্ত

সমস্ত বৃক্ষের বুকে কোনদিন বসন্ত আসে না।
সর্বাঙ্গে নিষ্ঠুর ক্ষত মুছে ফেলে,
মৃদু স্পর্শে চারদিকে সমারোহ শুরু হলে
কেউ কেউ অবিরাম বরফে বুক রেখে জেগে থাকে
সমস্ত প্রার্থনায় কিছু কিছু কণ্ঠ নীরব
ম্লান বাতিদান
সন্ধ্যায় উদ্যানে শিমুল গাছের ছায়ায়
অনেক ফুলদানি শূন্য পড়ে থাকে
আশ্চর্য জ্যোৎস্নায় রূপোলী আকাশ ভরে গেলে
অনেকেই দৌড়ে ঘরে ফিরে আসে

সমস্ত বৃক্ষে কখনোই বসন্ত আসে না।

রাত্রির ঘুমের মধ্যে

রাত্রির ঘুমের মধ্যে কেউ কারো নয়
প্রত্যেকেই নিঃসঙ্গ জ্যোৎস্নায়
চারাগাছ কিম্বা কোন মাধবীলতার কাছে হেঁটে যায়
পাহারাওলার বাঁশী নিয়ে ডাক দেয়
ঘুরে আসে প্রতিটি দরোজা
জেলখানা শূন্য করে বন্দীদের সমুদ্রে পাঠিয়ে
অঝোর বৃষ্টির মধ্যে বসে থাকে
বর্ষাতি মাথায়

রাত্রির ঘুমের মধ্যে কেউ কারো নয়

শব্দ

বুকের ওপর কান রাখলেই শব্দ
ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ার
ছড়ানো শুকনো কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বালালে
সবুজ বনের ছায়া
পাহাড়ী নদীর ঢল
গাঙচিল চিতল হরিণ
পুরনো মন্দির
দিগন্তবিস্তৃত স্মৃতি
মানচিত্র

চলতে চলতে থামলেই শব্দ
প্রতিকূল হাওয়া লেগে আগুন নিভলে
সমস্ত শরীর জুড়ে শব্দ
শব্দ শব্দ

আদেশ

অথচ নির্দেশ আছে
নির্ভুল জানলা দিয়ে
পৌঁছে দিতে হবে পাখিটাকে
সেইমতো অন্ধকারে ডান বাম সমুদ্রের
উত্তর দক্ষিণ সমস্ত মিলিয়ে
স্থির প্রাসাদের দিকে রাজার জাহাজ

পাখিটা বোঝে না
অনর্থক ডানা ঝাপটিয়ে
দৃশ্যান্তরে
শরীরের আয়ু নিয়ে হাসাহাসি করে
দোল খায়
প্রতিটি পথের বাঁকে
ক্ষতস্থান থেকে
রক্ত ঝরানোর বেলা
অবসাদ কিংবা ঈর্ষায়
ব্যঙ্গ করে
রাজার আদেশ

স্বাভাবিক

চেষ্টা করলেই ঝুপ করে শব্দ তুলে
গভীর জলের নীচে যে কোন সময়   এখন ওপর থেকে
দেখা যাচ্ছে যেখানে আলোর ছায়া   কিম্বা ঠিক তার
পাশে যেখানে স্রোতের বেগ   শুধু দু' একটা কথা
ভেবে নিতে হবে   দু' একটা কথা না ভাবলে কিম্বা না
লিখলেও জুতো ছেড়ে ঘড়ি খুলে শক্ত করে কাপড়ের
কোঁচাটা গুটিয়ে অথবা সে সব কোন কিছু না করেও
গান গেয়ে কিম্বা না গেয়েই পুরনো ছবির কথা মনে
করে ঘরের চাবিটা রেখে   নীচে ঠিক যেখানে আলোর
ছায়া স্রোত কিম্বা ঠিক তার পাশে ঝুপ করে শব্দ
তুলে অথবা না তুলেই

রক্ত

আর সেই পাথরটায় হাত রাখতেই

তার চোখে পড়ল রক্ত

সে ছুটতে লাগল

মাঠ পেরিয়ে গভীর বন গাছপালা সব পেরিয়ে

এপার ওপার

রোদ্দুরে ছায়ায় এদিক ওদিক

ছুটতে ছুটতে

ওপর আকাশে শব্দে দেখল

সামনে পিছনে গাছের সারি বেয়ে রক্ত

চোখ ফিরিয়ে আকাশে তাকাতেই

শকুনের চোখ আর-বাজপাখীর ডানায়

রক্তের দাগ

মুখ নীচু করতেই

রাস্তার দুধারে-ধুলোয় ঘাসের ওপর

রক্তের চিহ্নে চমকে উঠে

সে ছুটতে লাগল

পাহাড় বন মাঠ পাহাড় বন মাঠ

সব পেরিয়ে

কোলকাতা

বড্ড খারাপ সময় এখন

যখন তখন সমস্তক্ষণ

বিস্ফোরণের ভয়

দিন রাত্তির সকল সময়

বধ্যভূমির মাটি কাঁপে

অদৃশ্য কার অভিশাপে

ভাঙছে আকাশ পুবপশ্চিমে শৈলশিখর বাড়ি

মুক্ত নদীর সীমানা নিয়ে তো চলছেই কাড়াকাড়ি

ভাবছি এখন কোনদিকে যাই

যেদিক তাকাই

বিষাক্ত ঐ আঁচল তোমার পাতা

তুমি বলেছিলে

মরো আর বাঁচো ছেড়ো নাকো কোলকাতা

সে সময়

সে সময় বৃষ্টি হবে কি হবে না

বজ্রপাত

বাগানের সমস্ত ফুল ঝরে গেলে

যদি ঝড় হয়   ডালপালা

মাঝে মাঝে বৃক্ষ পতনের শব্দ

তবু ঠিক গায়ে রঙ সোনালী পোশাক

খোলা তলোয়ার নিয়ে

তার পদপাত

দুপ্‌দাপ দুপ্‌দাপ সমস্ত কাঁপিয়ে

কথোপকথন

কেন ঝড়

কবে কাল

একা একা

বাবা ভালো

ভাই ভালো

তুমি আছি

ঠাণ্ডা খুব

বৃষ্টি কম

ট্যাক্সি না না

তবে ট্রাম

চলি চলি

ট্রামের চাকার শব্দ চেনামুখ লাল নীল গোলাপী
মানুষ বিজ্ঞাপন বোরোলীন ত্রিপুরা ভ্রমণ খালি রিক্সা
বৃষ্টি হবে কালো মেঘ মাঝে মাঝে হঠাৎ দুজন
হাত পা কেমন যেন স্নায়ু শিরা বাড়িটা কোথায়···

কয়েকটি কবিতা

পথ

রেলিঙের ভেজা শাড়ি অনেকে তোলে নি

যাওয়া আসা কত বা সময়

মাঠ পেরোলেই বন

বন পেরোলেই মাঠ

এইটুকু পথ

যাওয়া আসা

কি-ই বা এমন

চিহ্নিত বৃত্তের মধ্যে

চিহ্নিত বৃত্তের মধ্যে পা বাড়াতে গেলেই

কার ডাকে

পিছু হটতে হটতে

পিছু হটতে

হটতে

পরিচিত উদ্যানের আলো দেখে

পুনর্বার স্তব্ধ

কুয়াশায়…

প্রতীক্ষা

মাঠের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে
সে খুব জোরে হাততালি দিল
তারপর জ্যোৎস্নায় নির্জন বৃক্ষের গায়ে
মাথা রেখে প্রতিধ্বনির
অপেক্ষা করল সারারাত···

যদি

নতজানু হতে পারি ক্ষতি নেই
যদি তুমি সে সুযোগে পালিয়ে না যাও
চোখের বদলে চোখ
ডানার বদলে ডানা
মেঘের বদলে মেঘ ক্ষতি নেই
শুধু যদি

সে

উল্টো দিকে মুখ করে
সে তখন
সমস্ত পাথরগুলো
তুলে নিল
তারপর
নতজানু হয়ে
অলস নদীর বুকে একে একে
ফেলে দিল সব
দূরে তার অস্পষ্ট ঘরের চালে জ্যোৎস্নায় বসে ছিল পাখি

যৌবন

এখনো তোমার দিকে চেয়ে
আমি রাত দিন
সমস্ত যন্ত্রণা আর
অবিরল সমুদ্রের স্বর ভুলে আছি

যদি কেউ

দরোজা খুলিনা ভয়ে
যদি কেউ চোখে পড়ে
মুখোমুখি দীর্ঘপথ জুড়ে
নিঃসঙ্গ পুতুল নিয়ে
যদি কেউ
কখনো হঠাৎ···

যুদ্ধ

ঘুম ভাঙতেই লোকটা বললো—যুদ্ধ করো

দূরের আকাশে রামধনু দেখে

চেঁচিয়ে উঠলো—যুদ্ধ করো

আমাকে জাগিয়ে বললো হঠাৎ

বুকের মধ্যে মঞ্চ বানাও   যুদ্ধ করো

অদ্ভুত সাজে নিজেকে সাজিয়ে

লোকটা বললো   যুদ্ধ করো

অন্ধকারে ঘুমোলে সবাই

পাম গাছ আর

শিউলি বনের চারপাশটায় আগুন জ্বালিয়ে

তার চীৎকার   যুদ্ধ করো

ইচ্ছে হলে

নাচতে পারি নাচবো নাকি
গাইতে পারি গাইবো
হাত পা তুলে এঁকে বেঁকে কোমর বুক আঙুল গলা
যখন খুশি চোখ বুজিয়ে মুখ নড়িয়ে জিভ নড়িয়ে
ঠোঁট নড়িয়ে আস্তে জোরে ঢিমেতালে

কাঁদতে পারি কাঁদবো নাকি
যখন খুশি নানান ভাবে বাচ্চা বুড়ো মাঝবয়সী
যেমন বলো হাত ছড়িয়ে পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে

ছুটতে পারি ছুটবো নাকি
ডুবতে পারি ডুববো নাকি
উঠতে পারি
নামতে পারি

উঠবো নাকি
নামবো

এক মিনিটে ধাঁধাঁর মতো খলিফা থেকে গগিয়া পাশা
যা খুশি তাই শহর গ্রাম রাস্তা ঘাটে দিন দুপুরে
ইচ্ছে হলে অনেক কিছু

নাচতে পারি
গাইতে পারি
ডুবতে পারি
ছুটতে পারি

ইচ্ছে হলে অনেক কিছু

নামতে উঠতে
হাসতে কাঁদতে
নাচতে গাইতে

বিস্মরণ

এই তার মুখ তুমি চেনো

না

এই তার বুক তুমি চেনো

না

এই চোখ ঠোঁট হাত

মনে পড়ে না

তা হ'লে এই মুখ

মুখের মতন

এই বুক

বুকের মতন

দীর্ঘপথ এলোমেলো

মনে পড়ে না

একদিন

পথ চলতে চলতেই দেখা হবে
এভাবেই হঠাৎ কখনো গাজনের
মেলা কিম্বা পোড়ো বাড়িটার
ভিতরে কোথাও চামচিকে
ঝুলন্ত বাদুড় ধ্বনি
প্রতিধ্বনি যে কোন
সময় পদশব্দে
আলোড়িত উপ
ত্যকা পেরোতে
পেরোতে
এক
দি
ন

হঠাৎ কখন

অল্প দৌড়ে লাফ দিয়ে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে
ঝুলতে ঝুলতে যাবো কি যাবো না ভাবতে ভাবতে
হঠাৎ কখন
ম্যাজিক আংটি আর আপেলের মতো
ভোজবাজি ট্রাপিজ ক্লাউন
লাল আলো
খুব জোরে ব্রেক কষে থেমে গেলে বাসভর্তি লোকজন
পরস্পর
সবুজ আলোয় ফের
পালিশওয়ালা বুড়ো ভিখিরির মুখে ছায়া ফেলে
ঝুলতে ঝুলতে ইডেনের খেলা
অফিসের দরজা
ভিতরে চেয়ারে
টিফিনে দুপুর বেলা
কাকে ফোন কি কি কথা
সন্ধ্যেয় বাড়ির পথে বাস ট্রামে ভীড় হলে
কত দেরী গায়ে ব্যথা ছোটছেলে
গ্ল্যাক্সো লেবু কিস্‌মিস্‌
আপেল আঙুর আলোচাল
পৌষমাস বড় শীত
এ রকম ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কখন

স্মৃতি

সারারাত বৃষ্টি হয়ে

তি

স্মৃ

সৌ

ধ

ভেঙে গেলে

ফায়ার ব্রিগেড এসে

ছ ড়া নো টু ক রো গু লো

একে একে

আবার কার্নিসে রোদ

শীতের কবরখানা

উড়ে আসা পাখিদের ঠোঁট

আর হলুদ ঘণ্টায়

জলপ্রপাতের শব্দে

দূরবর্তী জলপ্রপাতের কোলাহলে
নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নায় কারা নূপুরের শব্দে শব্দে
অর্জিত বিষাদে
শিরীষ গাছের ডালে ভয়ঙ্কর নিশান উড়িয়ে
চলে যাচ্ছো ক্লান্তিহীন
সময়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চিত জীবন ফেলে রেখে
তটরেখা উপকূল ধরে যারা চলে যাচ্ছো
শোনো কিছু ক্লান্তি নিয়ে যাও
শোনো কিছু গোলাপের গন্ধ নিয়ে যাও
কিছু রক্ত কিছু অন্ধকার
জলপ্রপাতের স্রোতে অঞ্জলি দেবার আগে
শেষবার এখানে দাঁড়াও

চিত্রিত ময়ূর

প্রচণ্ড ঘৃণায় তুমি সব কিছু ছেড়ে যেতে পারো
ছিঁড়ে ফেলতে পারো অনায়াস
প্রতিটি নির্জন বেড়াজাল
স্পষ্টত অলীক বলে সমস্ত চিহ্নিত করা চলে
শুধু তাই বলে কৃতার্থ ঘুমের মধ্যে
সর্বাঙ্গে রৌদ্রের লোভে
তুমি যা খুশি করতে পারো
ক্লান্তিকর পাশাপাশি ভিতর উঠোনে
প্রেমের কর্তব্যে তুমি
মুখোমুখি না দাঁড়াতে পারো
অন্ধকার ঝাউবনে হাতে হাত রেখে
ভালো মন্দ পবিত্র ঝর্ণার কথা
না ভাবতে পারো
শুধু
প্রেমহীন মত্ততায় কখনোই ময়ূর চেও না

হাতের মুঠোয়

হাতের মুঠোয় তুমি কি রেখেছো
ভালবাসা অভিমান
অথবা সংশয়
পর্বত প্রমাণ স্মৃতি উপহার
সুখ দুঃখ কিম্বা ফুলদল
কি রেখেছো বলো তুমি কি রেখেছো
হাতের মুঠোয়
উজ্জ্বল উদ্দাম কিছু ক্লান্ত স্থবিরতা
অস্থির যৌবন নাকি দীপ্ত সর্বনাশ

প্রার্থনা

একান্ত নির্জনে কোন পাখি ডানা মেলে উড়ে গেলে
চিহ্নহীন খড়কুটো ছড়িয়ে ছিটিয়ে
ঘূর্ণিঝড়ে কেঁপে ওঠে নিঃসঙ্গ হৃদয়
জন্মের মুহূর্তে কেউ নাম ধরে ডেকেছিল
মৃত্যুর সময় কেউ
অতর্কিতে বৃষ্টি এলে
সারারাত জলে ভিজে
অন্ধকার ঘরের চৌকাঠে
পড়ে থাকে
নতজানু কিসের প্রার্থনা

তারপর

তারপর
পথঘাট ভালো নয় ভূমিকম্প যখন তখন
তারপর
হায়না নেকড়ে চিতা কখনো ভালুক
তারপর
বিরাট উঠোন রাস্তা কেবল দরোজা
তারপর
খাল বিল নদী মাঠ সমুদ্র পাহাড়
তারপর
চড়া রোদ বালিয়াড়ি শীতের বরফ
তারপর
মাঝে মাঝে ক্ষীণধ্বনি অস্পষ্ট হাওয়ায়
তারপর...

কাঁচ

বলেছিলে শনিবার দেখা হবে যে কোন সময় শনিবার
…হাত থেকে পড়ে গিয়ে চশমার কাঁচ গেছে ভেঙে
বলেছিলে শনিবার দুপুরে রেসের মাঠ সন্ধ্যায় রেস্তোরাঁ
বলেছিলে বাবুঘাট বেলতলা বালি…চশমার কাঁচ ভেঙে
যে কোন সময় ট্রামে বাসে ঝুলন্ত কেরাণী বলেছিলে
শনিবার জব চার্ণকের স্বপ্ন নিয়ে কাঁচ ফ্রেম শনিবার
বলেছিলে যে কোন সময় যে সময় কোন শনিবার
বলেছিলে শনি মাঠে ময়দানে হাত থেকে পড়ে গিয়ে
কাঁচের চশমা শনিবার ভেঙে গেছে হাত থেকে পড়ে
যে কোন সময় দেখা হবে সকাল দুপুর চশমা কাঁচের
হবে দেখা শনিবার যে সময় বলেছিলে…হাত থেকে
শনিবার টুকরো কাঁচের হাত যে কোন সময়

যেতে যেতে

নিয়ে যেতে যেতে
যেতে যেতে
থেমে
জিরিয়ে ভাবতে ভাবতে
উঠে দেখতে দেখতে
ঘুরে ঘুরে যেতে যেতে
থেমে
দেখে শুনে
বসে
ভাবতে ভাবতে
দাঁড়িয়ে
যেতে যেতে
পেরিয়ে
পেরোতে পেরোতে...

বিজ্ঞাপন

শুধু রক্ত কেন
নীরব যা কিছু আছে
ভিতর বাহির
সামনে পিছনে বালুতট
দিগন্ত পৃথিবী
সমস্ত কিছুর বিনিময়ে
আমি এক বিজ্ঞাপন দেবো।

যদি কেউ মৃত হরিণের
এই শবদেহ
নিয়ে যায় অরণ্যের কাছে...